ক্রমিক ..... তারিখ .....
জলমহালের নাম .....
সমিতির নাম .....
.....
পর্যায় .....

আবেদন সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

আদমদীঘি উপজেলার ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা আবেদন

১। আবেদনকারি মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি-এর নাম ও ঠিকানা:

ক) সমিতির নাম-

খ) গ্রাম- গ) ডাকঘর- ঘ) উপজেলা- আদমদীঘি ঙ) জেলা- বগুড়া

২। যে সরকারি জলমহালের জন্য বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন করা হয়েছে সে জলমহালের নাম:

৩। জলমহালের বিবরণ (তফসিল):

ক) মৌজা- খ) দাগ নম্বর- গ) জলমহালের পরিমাণ-

ঘ) ইউনিয়ন- ঙ) উপজেলা- আদমদীঘি চ) জেলা- বগুড়া

৪। সংগঠন/সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ:

(রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারি কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৫। সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র: সংযুক্ত হ্যাঁ/না।

৬। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ)

এবং সভার কার্যবিবরণি: সংযুক্ত হ্যাঁ/না।

৭। সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহি/কার্যকরি কমিটির

তালিকা (ঠিকানাসহ): সংযুক্ত হ্যাঁ/না।

৮। জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রুপরেখা: সংযুক্ত হ্যাঁ/না।

৯। ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট:

১০। অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১১। টি,আই,এন নম্বর (যদি থাকে) (উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযোজন করতে হবে):

১২। ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কি না, নিয়ে থাকলে, কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কি না:

১৩। আবেদনকারি সংগঠন/সমিতির নামে সার্টিফিকেট মামলা/অন্য কোন আদালতে মামলা আছে কিনা, মামলা থাকলে বর্তমান অবস্থা কি:

১৪। আবেদন ফি (অফেরৎযোগ্য) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা/পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং- তারিখ-

১৫। ২০% জামানতের পরিমাণ:

পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং- তারিখ- ব্যাংকের নাম-

১৬। ০৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্য: (অংকে).....

(কথায়).....

(উপজেলা নির্বাহি অফিসার, আদমদিঘি, বগুড়া বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের প্রে-অডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)

উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক ও সত্য। কোন তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে। উপরি বর্ণিত জলমহালটি আমাদের অনুকূলে বাংলা ১৪২৭ হতে ১৪২৯ সনের বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

সংযুক্তি: .....ফর্দ
তারিখ .....

আবেদনকারির স্বাক্ষর (নাম ও সীলসহ)
মোবাইল নং-

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির
সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর (নাম, তারিখ ও সিলসহ)

(মাহবুবা হক)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
আদমদীঘি, বগুড়া।

শর্তাবলি:

০১। ২০(বিশ) একর পর্যন্ত সকল সরকারি খাস বদ্ধ জলমহাল বাংলা ১৪২৭ হতে ১৪২৯ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে অস্থায়িভাবে ইজারা প্রদান করা হবে।

০২। কিত ০৩ (তিন) বছরের গড় ইজারার মূল্যের সাথে ০৫% অর্থ বৃদ্ধিতে সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি মূল্যের চাইতে কম ইজারা মূল্যে ইজারা দেয়া হবে না।

০৩। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

০৪। সরকারি জলমহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ি শুধুমাত্র নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

০৫। জলমহালের তীরবর্তী বা নিকটবর্তী যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

০৬। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

০৭। আবেদনকারি যুব মৎস্যজীবী/মৎস্যজীবী সংগঠন বা সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এ ছাড়া আবেদনকারি মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা/মৎস্য কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিলসহ কিত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

০৮। আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে ক্রয়কৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হতে সত্যায়িত করে ০১ (এক) কপি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩(তিন) বছর মেয়াদি লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

০৯। আবেদনকারিকে উপজেলা নির্বাহি অফিসার আদমদিঘি, বগুড়া এর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের ২০% জামানত বাবদ সরকারি তফসিলভূক্ত ব্যাংক হতে বিডি/পে-অর্ডার আকারে আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ শেষ বছরের লীজ মানির সাথে সমন্বয় করা হবে।

১০। ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় সনদপত্রের ফটোকপি সনদপ্রদানকারির বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

১১। **আবেদনপত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত পুকুরের ইজারা গ্রহিতাদের অনুকূলে আলাদাভাবে পত্র জারি করা হবে ও অনুমোদিত সমিতির তালিকা এ অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানানো হবে। ইজারা অনুমোদন হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সমুদয় ইজারা মূল্য, ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর এবং ১৫% ভ্যাট এ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। উক্ত পত্রে/নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্যাট, আয়করসহ সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজেয়াপ্ত হবে এবং উক্ত অনুমোদন/ইজারা বাতিল করে পুন: ইজারা প্রদান করা হবে।**

১২। বেনামে/ভুয়া/প্রতারণামূলকভাবে কোন সমিতি/সংগঠনের নাম ব্যবহার করে আবেদন করা হলে অথবা কোন তথ্য গোপন করা হলে উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে আইননানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপরন্তু উক্ত সমিতির আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গন্য হবে।

১৩। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলাশয়ের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলাশয়ের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

১৪। ইজারার অর্থ আদায়ের পর এবং প্রস্তাবিত ইজারা মেয়াদ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইজারা দাতাকে নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ফরমে (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল মোতাবেক) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় জলমহাল দখল হস্তান্তর করা হবে না।

১৫। ইজারা গ্রহিতা জলমহালের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে না। কেহ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বে-দখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহিতা নিশ্চিত করবেন।

১৬। মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ এবং সময় সময় জারীকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসরণ ইজারাদারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

১৭। ইজারা গ্রহিতা কোন জলাশয় সাব-লিজ দিতে পারবে না। যদি উক্তরূপ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় বা প্রমানিত হয় তবে ইজারা বাতিল করে পুন: ইজারা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ ইজারা গ্রহিতা/সমিতি পরবর্তী তিন বছর আবেদন করতে পারবেন না।

১৮। ইজারা গ্রহিতা জলাশয়ের সীমারেখা বজায় রাখবেন জলাশয়ের পাড়ে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কর্তন করতে পারবেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলাশয়ের সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষন করবেন।

১৯। ইজারা গ্রহিতা জলাশয়ের পার্শ্বে বা ভেতর কোন অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন না।

২০। ইজারা গ্রহিতাকে সময়ে সময়ে জারিকৃত সরকারি আদেশ/নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ইজারা প্রদানকৃত জলাশয়ের সরকারি ভাবে কোন উন্নয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সে ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহিতাকে ইজারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

২১। ইজারা মেয়াদের ২য় বছরের বা তৎপরবর্তী মূল্য বছর শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারা স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাতিল হবে এবং জলাশয় পুনঃ ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২২। ইজারা প্রদানকারি কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে ৩০ দিনের নোটিশ প্রদান করে ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

২৩। ইজারা গ্রহিতা উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা/জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শনকাজে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবেন।

২৪। বছরের যে কোন সময়ই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪২৭ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারার মেয়াদ বাংলা ১৪২৭ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪২৯ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত সময়ে বলবৎ থাকবে।

২৫। কোন ক্রমেই কোন যুব মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবি সমিতি/প্রতিষ্ঠান দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত পাবেন না।

২৬। কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন আবেদনপত্র বা সকল আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল বা অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করেন।

২৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হলে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৮। জলমহাল সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক দরপত্র দাখিল করবেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(এ. কে. এম. আব্দুল্লাহ বিন রশিদ)
উপজেলা নির্বাহি অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আদমদিঘি, বগুড়া